প্রাক্‌কথন

প্রাক্‌কথন

কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বল্পভাষী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সাধারণ মেয়ে হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়ায় এই লেখকের প্রতি আমার একটি ভালোলাগা গড়ে ওঠে স্নাতক-স্তর থেকে। সেই ভলোলাগা গভীরতা লাভ করেছিল স্নাতকোত্তর পর্বে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শিক্ষাগুরু প্রফেসর (ড.) মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার 'লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণ'-এর ক্লাসগুলির মধ্য দিয়ে। তাঁর মাধ্যমে এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী লেখকের জীবনকে দেখবার এক বিশেষ দৃষ্টির অভিনবত্ব আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এর পর গবেষণামূলক কাজ করবার সুযোগ এলে আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা এই বিষয়ে আমাকে প্রাণিত করেন। আমি অনেক বেশি সৌভাগ্যের অধিকারী যে তাঁকেই আমার তত্ত্বাবধায়িকা হিসাবে পাই। বিষয়টি একটি রূপের মধ্যে আনার ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা, নির্দেশ এবং সহযোগিতা আমাকে একান্ত ভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর নিরন্তর উৎসাহেই কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই নয়, তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যায় তথা শারীরিক অসুস্থতার সময় যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর প্রতি আমার যে অনুভূতি তা অব্যক্ত। তিনি কেবলমাত্র আমার তত্ত্বাবধায়িকা-ই নন, আমার জীবনের পথ প্রদর্শকও। তাঁর কর্মতৎপরতা ও অধ্যাবসায় আমাকে ভীষণভাবে বিস্মিত করে, প্রাণিত করে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

নারী ও পুরুষ এই দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতা ক্রমবর্ধিত হয়ে চলছে। সুতরাং সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই তাদের সম্পর্ক নিগূঢ় রহস্যে আবৃত। আর সেই রহসের বীজ নিহিত আছে 'মানব মনে'। এই মানব মনের প্রত্যেকটি স্তর ও গোপন কুঠুরীর অলি-গলিতে বহমান হৃদয়রসের প্রকৃতি এবং তার স্রোতধারায় জোয়ার-ভাঁটার কারণ কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই মানব-মানবীর সেই সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিককে এক এক ভাবে তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে উপস্থাপিত করেছেন। তা কেবলমাত্র পাঠকচিত্তকে নব নব রসে সিক্তই করে না, জীবনকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সৃষ্টিতে সম্পর্কের রূপ-বৈচিত্র্য তথা বর্ণময়তা কত রকমভাবে ধরা পড়েছে, আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই দিকটি তুলে ধরবার একটা প্রয়াস রয়েছে।

আমি আমার পূজনীয় বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও নিরন্তর উৎসাহকে পাথেয় করেই এই গবেষণা প্রকল্পটি সুসম্পন্ন করার কাজে এগিয়ে গিয়েছি। তাঁদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ

প্রণতি। আমার ভাই ও বোন একাজে তাদের মত করে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা। খুড়তুতো ভাই মৈনাক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের কাজে আমাকে সহায়তা করেছে। তার প্রতি রইল স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মীবৃন্দ, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীবৃন্দ, মালদার মডেল বুক ডিপোর কর্তৃপক্ষ। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইসলামপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস অধিকারী মহাশয়ের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ, যিনি গবেষণামূলক কাজে যেকোন সমস্যায় আমার পাশে থেকেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই কঙ্কর দা'কে, যিনি বিভিন্ন বই সংগ্রহে সাহায্য করেছেন এবং সাহস জুগিয়েছেন। লেখক পুত্র অভিজিৎ মিত্রকেও আমার প্রণাম জানাই, তাঁর আন্তরিকতা এই কাজে আমাকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছে। ধন্যবাদ জানাই রাজেশ ভৌমিক মহাশয়কে, যিনি আমার গবেষণা পত্রটি মুদ্রণ কার্যে তার দীর্ঘ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। ধন্যবাদ জানাই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাঁধাইয়ের কর্মীবৃন্দকে। আমার বন্ধু শঙ্কর তার জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, মানসিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে তার কাছেও আমি চির ঋণী। এছাড়াও আরও অনেকে রয়ে গেলেন। আমার জীবনে তাদের ঋণও অপরিশোধ্য।

একবিংশ শতকের বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় নিত্য নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় যেখানে নিঃসঙ্গতা, হতাশা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সমকামিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি জীবনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, পরকীয়া সম্পর্কের প্রতি এক অদম্য আকর্ষণে বিকারগ্রস্ত মানুষ হত্যালীলায় মগ্ন হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের এই মন ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণ আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিভিন্ন সৃষ্টিতে সম্পর্কের তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা উঠে এসেছে তার মধ্যেও খুঁজে পাব। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে লেখক সম্পর্কের সমীকরণ যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কাজেই, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মানব-মানবীর পারস্পরিক সম্পর্কের সেই প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিভাকে উপলব্ধি করতে পারলেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

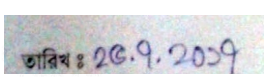

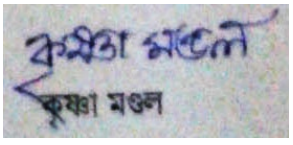

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং